পাওয়া যায়। শ্রীগরুড় পুরাণের বচনই তাহার প্রমাণ—

মদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্।
মৎকথাশ্রবণে প্রীতিঃ স্বরণোত্রদিবিক্রিয়া॥
বিষ্ণোশ্চ কারণং নিত্যা তদর্থে দম্ভবর্জনম্।
স্বয়মভ্যর্চ্চনং চৈব যো বিষ্ণুং নোপজীবতি।
ভক্তিরষ্টবিধাহ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ॥
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স পূজ্যে যথা হ্যহঃ।

(১) আমার ভক্তজনে বাৎসল্য, (২) আমার পূজ্যতে অনুমোদন, (৩) আমার কথা শ্রবণে প্রীতি, (৪) আমার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে স্বর, নেত্র, সুখ প্রভৃতির প্রেমজ বিকৃতি (৫) শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষার্থে নৃত্য, (৬) শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষার্থে নিরভিমান, (৭) নিজে সমভাবে পূজা করা, (৮) যে জন শ্রীবিষ্ণুর নিগ্রহকে জীবিকারূপে ব্যবহার করেন—যদি কোনও ম্লেচ্ছেও এই অষ্টবিধা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সে ম্লেচ্ছ হইয়াও ব্রাহ্মণকুলের ইন্দ্রতুল্য, গৃহস্ত হইয়াও মুনিগণ শ্রেষ্ঠ, এবং মুর্খ হইয়াও পণ্ডিত। তাঁহাকে দান করিতে হইবে, তাঁহার নিকট হইতেই দান গ্রহণ করিতে হইবে এবং শ্রীহরি যেমন পূজ্য, সেই ম্লেচ্ছও তেমনই পূজ্য। অতএব, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন — —"নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।" চারিবেদে অভিজ্ঞ হইয়াও যদি আমাতে ভক্তিমান্ না হয়, তাহা হইলে সে জন আমার প্রিয় নয়, আর শ্বপচও যদি আমাতে ভক্তিমান্ হয়, সেও আমার প্রিয়। অর্থাৎ ভক্তিসম্বন্ধ বিনা কেহই আমার প্রিয় হইতে পারে না। সেই ভক্তিমান্ শ্বপচকেই দান করিতে, তাহার নিকট হইতেই দান গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমি যেমন পূজ্য, আমার ভক্ত শ্বপচ হইলেও সেইরূপ পূজ্য। অতএব জ্ঞানমিশ্রাভক্তিমহিমা-- সাধু দুর্ব্বাসাও শ্রীমান্ অম্বরীষ মহারাজের পদ গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তের স্বভাবসুলভ ব্রাহ্মণমর্য্যাদাকারিত্বগুণে তিনি (শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ) পাদগ্রহণ করিতে দেন নাই। এই প্রকারই শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে। শ্রীভগবান্ কখনও ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা সহিতে পারে না। এইজন্য ভক্তকুল-মুকুটমণি শ্রীউদ্ধব প্রভৃতির দ্বারা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই প্রণাম করাইয়াছেন। অন্যান্য বৈষ্ণবগণ কিন্তু অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের দ্বারা নিজ পদে নমস্কার সর্ব্ব-প্রকারেই স্বীকার করিবে না। অর্থাৎ দুর্ব্বাসামুনি অম্বরীষ মহারাজের চরণ স্পর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—এইরূপ আদর্শ লইয়া "আমি